রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, জুন ৪, ২০০৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩১ মে ২০০৫/১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪১২

এস,আর,ও নং ১২৮/আইন/২০০৫।—বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ২৬নং আইন) এর ধারা ২৬, ধারা ৫(২)(ঙ) এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে সেচ সার্ভিস চার্জ আরোপ ও আদায় প্রবিধানমালা, ২০০৩ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা ঃ—

উক্ত প্রবিধানমালার—

"(ক) **প্রবিধান ২ এর "দফা (কক)" এর সংযোজন।**—প্রবিধান ২ এর "দফা (ক)" এর শেষে এবং দফা (খ) এর পূর্বে নিম্নরূপ নতুন "দফা (কক)" সংযোজিত হইবে,যথা ঃ—

"(কক) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত বা মনোনীত কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি;";

(খ) **প্রবিধান ২ এর "দফা (গ)" এর প্রতিস্থাপন।**—প্রবিধান ২ এর "দফা (গ)" এর পরিবর্তে নিম্নরূপ "দফা (গ)" প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(গ) **"প্রকল্প কর্তৃপক্ষ"** অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গঠিত যৌথ পানি ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং যে সকল প্রকল্পে উক্ত কমিটি গঠিত হয় নাই সেক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত প্রকল্প সংগঠক বা বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত বা মনোনীত কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি;";

(গ) **প্রবিধান ২ এর "দফা (জ)" এর সংযোজন।**—প্রবিধান ২ এর "দফা (ছ)" এর শেষে উল্লিখিত দাড়ি এর পরিবর্তে সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে অতঃপর নিম্নরূপ নতুন "দফা (জ)" সংযোজিত হইবে যথা ঃ—

"(জ) **"যৌথ পানি ব্যবস্থাপনা কমিটি"** অর্থ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ২৬নং আইন) এর ধারা ১৫(৪) অনুযায়ী গঠিত কমিটি;";

মূল্য ঃ টাকা ১.০০

(ঘ) **প্রবিধান ৬ এর প্রতিস্থাপন।**—প্রবিধান ৬ এর উপ-প্রবিধান (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(৩) এই প্রবিধানের অধীন ইজারা গ্রহীতা ব্যতীত অন্য আদায়কারী ব্যক্তি, সংগঠন, সমিতি বা বেসরকারী সংস্থাকে সেচ সার্ভিস চার্জ আদায় খরচ বাবদ প্রবিধান ৫(২) এর অধীন আদায়কৃত অতিরিক্ত শতকরা বিশ ভাগ অর্থ পারিতোষিক হিসাবে প্রদান করিতে হইবে।";

(ঙ) **প্রবিধান ৬ এর উপ-প্রবিধান (৩ক) সংযোজন।**—প্রবিধান ৬ এর উপ-প্রবিধান (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-প্রবিধান (৩ক) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(৩ক) সেচ সার্ভিস চার্জ বাবদ আদায়কৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত সেচ প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত ব্যাংকে জমা রাখিবার জন্য কর্তৃপক্ষ ও সংগঠনের একজন প্রতিনিধির যৌথ স্বাক্ষরে অর্থ উত্তোলনের ক্ষমতা প্রদানপূর্বক "সেচ সার্ভিস চার্জ" নামে যৌথ সঞ্চয়ী হিসাব খুলিতে হইবে এবং প্রয়োজনে একই প্রকল্প এলাকায় একাধিক স্থানে অবস্থিত ব্যাংকে এই হিসাব খোলা যাইতে পারে।";

(চ) **প্রবিধান ৬ এর উপ-প্রবিধান (৫) এর প্রতিস্থাপন।**—প্রবিধান ৬ এর উপ-প্রবিধান (৫) এ উল্লিখিত "প্রকল্প কর্তৃপক্ষ" শব্দের পরিবর্তে "কর্তৃপক্ষ" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ছ) **প্রবিধান ৬ এর উপ-প্রবিধান (৮) এর প্রতিস্থাপন।**—প্রবিধান ৬ এর উপ-প্রবিধান (৮) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (৮) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(৮) আদায়কারী কর্তৃক উপ-প্রবিধান (৭) এর অধীন আত্মসাৎকৃত অর্থ আদায়ের জন্য আত্মসাৎকারীর সমমূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।";

(জ) **প্রবিধান ৮ এর উপ-প্রবিধান (১) ও (২) এবং প্রবিধান ১৫ এর উপ-প্রবিধান (১) এর প্রতিস্থাপন।**—প্রবিধান ৮ এর উপ-প্রবিধান (১) ও (২) এবং প্রবিধান ১৫ এর উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত "প্রকল্প কর্তৃপক্ষ" শব্দের পরিবর্তে "কর্তৃপক্ষ" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ঝ) **প্রবিধান ১১ এর প্রতিস্থাপন।**—প্রবিধান ১১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রবিধান ১১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"১১। **সার্ভিস চার্জ বাবদ আদায়কৃত অর্থের ব্যবহার।**—এই প্রবিধানমালার অধীন সেচ সার্ভিস চার্জ বাবদ আদায়কৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয় করা যাইবে এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষ অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়ে সময় সময় বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক উক্ত প্রকল্পের ও এন্ড এম বাজেটের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এতদসংক্রান্ত বাজেট প্রণয়ন করিবে।"।"

বোর্ডের আদেশক্রমে

শরীফ রফিকুল ইসলাম
মহা-পরিচালক।

মোঃ নূর-নবী (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, জুন ৪, ২০০৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩১ মে ২০০৫/১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪১২

এস,আর,ও নং ১২৮/আইন/২০০৫।—বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ২৬নং আইন) এর ধারা ২৬, ধারা ৫(২)(ঙ) এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে সেচ সার্ভিস চার্জ আরোপ ও আদায় প্রবিধানমালা, ২০০৩ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা ঃ—

উক্ত প্রবিধানমালার—

"(ক) প্রবিধান ২ এর "দফা (ককক)" এর সংযোজন।—প্রবিধান ২ এর "দফা (ক)" এর শেষে এবং দফা (খ) এর পূর্বে নিম্নরূপ নতুন "দফা (ককক)" সংযোজিত হইবে,যথাঃ—

"(ককক) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত বা মনোনীত কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি;";

(খ) প্রবিধান ২ এর "দফা (গ)" এর প্রতিস্থাপন।—প্রবিধান ২ এর "দফা (গ)" এর পরিবর্তে নিম্নরূপ "দফা (গ)" প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(গ) "প্রকল্প কর্তৃপক্ষ" অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গঠিত যৌথ পানি ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং যে সকল প্রকল্পে উক্ত কমিটি গঠিত হয় নাই সেক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত প্রকল্প সংগঠক বা বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত বা মনোনীত কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি;";

(গ) প্রবিধান ২ এর "দফা (জ)" এর সংযোজন।—প্রবিধান ২ এর "দফা (ছ)" এর শেষে উল্লিখিত দাড়ি এর পরিবর্তে সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে অতঃপর নিম্নরূপ নতুন "দফা (জ)" সংযোজিত হইবে যথা ঃ—

"(জ) "যৌথ পানি ব্যবস্থাপনা কমিটি" অর্থ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ২৬নং আইন) এর ধারা ১৫(৪) অনুযায়ী গঠিত কমিটি;";

মূল্য ঃ টাকা ১.০০

(ঘ) **প্রবিধান ৬ এর প্রতিস্থাপন।**—প্রবিধান ৬ এর উপ-প্রবিধান (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(৩) এই প্রবিধানের অধীন ইজারা গ্রহীতা ব্যতীত অন্য আদায়কারী ব্যক্তি, সংগঠন, সমিতি বা বেসরকারী সংস্থাকে সেচ সার্ভিস চার্জ আদায় খরচ বাবদ প্রবিধান ৫(২) এর অধীন আদায়কৃত অতিরিক্ত শতকরা বিশ ভাগ অর্থ পারিতোষিক হিসাবে প্রদান করিতে হইবে।";

(ঙ) **প্রবিধান ৬ এর উপ-প্রবিধান (৩ক) সংযোজন।**—প্রবিধান ৬ এর উপ-প্রবিধান (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-প্রবিধান (৩ক) সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

"(৩ক) সেচ সার্ভিস চার্জ বাবদ আদায়কৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত সেচ প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত ব্যাংকে জমা রাখিবার জন্য কর্তৃপক্ষ ও সংগঠনের একজন প্রতিনিধির যৌথ স্বাক্ষরে অর্থ উত্তোলনের ক্ষমতা প্রদানপূর্বক "সেচ সার্ভিস চার্জ" নামে যৌথ সঞ্চয়ী হিসাব খুলিতে হইবে এবং প্রয়োজনে একই প্রকল্প এলাকায় একাধিক স্থানে অবস্থিত ব্যাংকে এই হিসাব খোলা যাইতে পারে।";

(চ) **প্রবিধান ৬ এর উপ-প্রবিধান (৫) এর প্রতিস্থাপন।**—প্রবিধান ৬ এর উপ-প্রবিধান (৫) এ উল্লিখিত "প্রকল্প কর্তৃপক্ষ" শব্দের পরিবর্তে "কর্তৃপক্ষ" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ছ) **প্রবিধান ৬ এর উপ-প্রবিধান (৮) এর প্রতিস্থাপন।**—প্রবিধান ৬ এর উপ-প্রবিধান (৮) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (৮) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(৮) আদায়কারী কর্তৃক উপ-প্রবিধান (৭) এর অধীন আত্মসাৎকৃত অর্থ আদায়ের জন্য আত্মসাৎকারীর সমমূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।";

(জ) **প্রবিধান ৮ এর উপ-প্রবিধান (১) ও (২) এবং প্রবিধান ১৫ এর উপ-প্রবিধান (১) এর প্রতিস্থাপন।**—প্রবিধান ৮ এর উপ-প্রবিধান (১) ও (২) এবং প্রবিধান ১৫ এর উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত "প্রকল্প কর্তৃপক্ষ" শব্দের পরিবর্তে "কর্তৃপক্ষ" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ঝ) **প্রবিধান ১১ এর প্রতিস্থাপন।**—প্রবিধান ১১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রবিধান ১১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"১১। **সার্ভিস চার্জ বাবদ আদায়কৃত অর্থের ব্যবহার।**—এই প্রবিধানমালার অধীন সেচ সার্ভিস চার্জ বাবদ আদায়কৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয় করা যাইবে এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষ অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়ে সময় সময় বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক উক্ত প্রকল্পের ও এন্ড এম বাজেটের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এতদসংক্রান্ত বাজেট প্রণয়ন করিবে।"।"

বোর্ডের আদেশক্রমে

শরীফ রফিকুল ইসলাম
মহা-পরিচালক।

মোঃ নূর-নবী (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ২৩, ২০০৩

[৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৩ আশ্বিন ১৪১০/২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩

এস, আর, ও নং-২৮৪ আইন/২০০৩—বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ (২০০০ সালের ২৬ নং আইন) এর ধারা ২৬, ধারা ৫(২)(ঙ) এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।—এই প্রবিধানমালা সেচ সার্ভিস চার্জ আরোপ ও আদায় প্রবিধানমালা, ২০০৩ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(ক) "আদায়কারী" অর্থ প্রবিধান ৬ এর অধীন নিযুক্ত আদায়কারী;

(খ) "বোর্ড" অর্থ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড;

(গ) "প্রকল্প কর্তৃপক্ষ" অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত বা মনোনীত কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি;

(ঘ) "মালিক" অর্থে দখলকারও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

মূল্য ঃ টাকা ৩.০০

(ঙ) "সমিতি" বা "সংগঠন" অর্থ প্রচলিত আইনের অধীন নিবন্ধিত বা অনুমোদিত সেচ প্রকল্প এলাকার সেচ ব্যবস্থাপনার সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন সমিতি বা সংগঠন;

(চ) "সেচ প্রকল্প এলাকা" অর্থ সেচ অবকাঠামো বা সেচ যন্ত্রের মাধ্যমে সাধারণভাবে যে পরিমাণ কৃষি জমি সেচের আওতাভুক্ত হইবে সে পরিমাণ জমি;

(ছ) "সেচ যন্ত্র" অর্থ সেচের জন্য ব্যবহৃত যে কোন ধরণের ডিজেল বা বিদ্যুৎ বা হস্তচালিত নলকূপ বা পাম্প।

৩। **সেচ সার্ভিস চার্জ নির্ধারণের প্রস্তাব।**—কোন সেচ প্রকল্প এলাকার কৃষি জমিতে সেচের জন্য পানি সরবরাহ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে উক্ত কৃষি জমির উপর সেচ সার্ভিস চার্জের হার নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত তথ্যের ভিত্তিতে একটি প্রস্তাব বোর্ডের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিবে, যথা ঃ—

(ক) মৌসুমওয়ারী সেচ সুবিধাপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ;

(খ) সেচ অবকাঠামো ও স্থাপনাসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ব্যয়;

(গ) সেচ প্রকল্পের কর্মচারীগণের বেতন, ভাতাসহ অন্যান্য সংস্থাপন ব্যয়;

(ঘ) বিদ্যুৎ ও জ্বালানী বাবদ ব্যয়; এবং

(ঙ) আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যয়।

৪। **সেচ প্রকল্পের ব্যয় পুনর্ভরণ।**—সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্যের সময় সেচ প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয়িত অর্থের শতকরা কত ভাগ উক্ত সেচ প্রকল্প এলাকার উপকৃত কৃষি জমির মালিক হইতে পুনর্ভরণ করা সংগত হইবে উহা বোর্ড বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

৫। **সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্যকরণ ইত্যাদি।**—(১) প্রবিধান ৩ এর অধীন প্রাপ্ত প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া বোর্ড প্রতিটি প্রকল্প এলাকার জন্য একর প্রতি মৌসুমওয়ারী সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য করিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন ধার্যকৃত সেচ সার্ভিস চার্জের সহিত শতকরা বিশ ভাগ অতিরিক্ত টাকা আদায় খরচ হিসাবে যোগ করা যাইবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য করার পূর্বে উক্ত চার্জ ধার্যকরণ সংক্রান্ত প্রতিটি প্রকল্পের উপর সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন ধার্যকৃত সেচ সার্ভিস চার্জ বোর্ড কর্তৃক বাতিল না হওয়া পর্যন্ত বা ধার্যকৃত সেচ সার্ভিস চার্জ পুনরায় ধার্য না করা পর্যন্ত বহাল থাকিবে।

(৫) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন ধার্যকৃত সেচ সার্ভিস চার্জের হার প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা, যদি থাকে, এর কার্যালয়ে এবং স্থানীয় ইউনিয়ন ভূমি কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে ঝুলাইয়া ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকার হাট-বাজারে ঢোল সহরতের মাধ্যমে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৬। **সেচ সার্ভিস চার্জ আদায় ইত্যাদি**।—(১) এই প্রবিধানমালার বিধান সাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত বা মনোনীত ব্যক্তি কর্তৃক এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদত্ত সেচ বা অন্য কোন সুবিধার জন্য ধার্যকৃত সেচ সার্ভিস চার্জ আদায় করা যাইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সেচ প্রকল্প এলাকার পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন বা সমিতি বা অন্য কোন বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধির সহিত সম্পাদিত চুক্তিমূলে উক্ত সংগঠন বা সমিতিকে, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বানপূর্বক ইজারা প্রদানের মাধ্যমে, সেচ প্রকল্প এলাকার কৃষি জমির সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের দায়িত্ব প্রদান করা যাইবে।

(৩) এই প্রবিধানের অধীন নিম্নবর্ণিত শর্তে, ইজারা গ্রহীতা ব্যতীত অন্যান্য, আদায়কারী নিয়োগ করা যাইবে, যথা ঃ—

(ক) আদায়কারী কর্তৃক জামানত হিসাবে প্রতি আদায় মৌসুমের জন্য বোর্ডের অনুকূলে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা করিতে হইবে; এবং

(খ) সেচ সার্ভিস চার্জ আদায় খরচ বাবদ আদায়কারী ব্যক্তি বা সংগঠন বা সমিতি বা বেসরকারী সংস্থাকে উপ-প্রবিধান ৫(২) এর অধীন আদায়কৃত অর্থ পারিতোষিক হিসাবে প্রদান করা হইবে।

(৪) বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত পদ্ধতিতে সেচ সার্ভিস চার্জ ও অন্যান্য পাওনা আদায় করা যাইবে।

(৫) আদায়কৃত অর্থ আদায়ের তারিখ হইতে ৩ (তিন) দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংকের হিসাবে জমা দিতে হইবে; অনুরূপভাবে জমার মূল রশিদ ৭(সাত) দিনের মধ্যে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৬) আদায়কারী সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবেন এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় আদায়কারীর এতদ্‌সংক্রান্ত হিসাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতে পারিবে।

(৭) আদায়কারী উপ-প্রবিধান (৪) এর অধীন আদায়কৃত সেচ সার্ভিস চার্জের অর্থ উক্ত উপ-প্রবিধানের নির্দিষ্টকৃত সময়ে ও স্থানে জমা প্রদানে ব্যর্থ হইলে, আদায়কারী আদায়কৃত টাকা সাময়িকভাবে আত্মসাৎ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং আদায়কারী যদি সমিতি বা সংগঠন বা বেসরকারী সংস্থা হয়, তাহা হইলে উহার নির্বাহী কর্মকর্তা যে নামেই অভিহিত হউন না কেন, উহা আত্মসাৎ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং জমা প্রদানে ব্যর্থ ব্যক্তি বা সংগঠন বা সমিতির বা বেসরকারী সংস্থা জামানত ও সেচ যন্ত্র, যদি থাকে, বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে এবং আদায়কারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৮) আদায়কারী কর্তৃক উপ-প্রবিধান (৬) এর অধীন আত্মসাৎকৃত অর্থের পরিমাণ যদি জামানতের চেয়ে বেশী হয়, তাহা হইলে জামানতের অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের জন্য আত্মসাৎকারীর সমমূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।

৭। **সেচ সার্ভিস চার্জ পরিশোধের সময়সীমা ও রেয়াত।**—সেচ সার্ভিস চার্জ মৌসুমওয়ারী নিম্ন টেবিলে বিধৃত সময় ও রেয়াতে পরিশোধ করিতে হইবে, যথা ঃ—

"টেবিল"

ক্রমিক নং	মৌসুমের নাম	সার্ভিস চার্জ পরিশোধের সময়	রেয়াত	
(১)	খরিফ-২ (জুলাই—অক্টোবর)	১ জুলাই হইতে ৩১ অক্টোবর	১ জুলাই এর পূর্বে পরিশোধ করিলে ২০% হারে	১ জুলাই হইতে ৩১ জুলাই এর মধ্যে পরিশোধ করিলে ১০% হারে
(২)	রবি (নভেম্বর—ফেব্রুয়ারি)	১ নভেম্বর হইতে ২৮ ফেব্রুয়ারি	১ নভেম্বর এর পূর্বে পরিশোধ করিলে ২০% হারে	১ নভেম্বর হইতে ৩০ নভেম্বর এর মধ্যে পরিশোধ করিলে ১০% হারে
(৩)	বোরো (জানুয়ারি—এপ্রিল)	১ জানুয়ারি হইতে ৩০ এপ্রিল	১ জানুয়ারি এর পূর্বে পরিশোধ করিলে ২০% হারে	১ জানুয়ারি হইতে ৩১ জানুয়ারি এর মধ্যে পরিশোধ করিলে ১০% হারে
(৪)	খরিফ-১ (মার্চ—জুন)	১ মার্চ হইতে ৩০ জুন	১ মার্চ এর পূর্বে পরিশোধ করিলে ২০% হারে	১ মার্চ হইতে ৩১ মার্চ এর মধ্যে পরিশোধ করিলে ১০% হারে

৮। **সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের নোটিশ।**—(১) মৌসুম ভিত্তিক ধার্যকৃত সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষ নোটিশ প্রস্তুতপূর্বক যথাসময়ে জারীর ব্যবস্থা করিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) অধীন জারীতব্য সকল নোটিশ রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে বা প্রকল্প কর্তৃপক্ষের কর্মচারীর মাধ্যমে প্রাপ্তি স্বীকার রশিদে প্রাপকের স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক জারী করা হইবে।

(৩) প্রাপক যদি কোন সমিতি বা সংগঠন হয়, তাহা হইলে উহার নির্বাহী কর্মকর্তা বা কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্যের নিকট জারী করা হইলে এই প্রবিধানের অধীন নোটিশ জারী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) নোটিশ প্রাপক নোটিশ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে বা অফিস চলাকালীন বা, ক্ষেত্রমত, তাহার সাধারণ বাসস্থানে স্বাভাবিকভাবে থাকার সময়ে তাহাকে পাওয়া না গেলে, নোটিশের একটি কপি সমিতি বা সংগঠন অফিস বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বাসস্থানের বিশেষ স্থানে লটকাইয়া বা সাঁটিয়া দিয়া জারী করা হইবে এবং এইরূপে জারীকৃত নোটিশ এই প্রবিধানের অধীন যথাযথভাবে জারী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৯। **নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেচ সার্ভিস চার্জ পরিশোধ না করার দন্ড।**—(১) প্রবিধান ৭ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সেচ সার্ভিস চার্জ পরিশোধ করা না হইলে অপরিশোধিত সেচ সার্ভিস চার্জের উপর বাৎসরিক শতকরা দশ ভাগ হারে সরল সুদ আরোপ করা যাইবে।

(২) কোন মৌসুম শুরুর পূর্বে পূর্ববর্তী মৌসুমের সেচ সার্ভিস চার্জ পরিশোধে ব্যর্থতার জন্য ব্যত্যয়কারী ব্যক্তির কৃষি জমিতে পানি সরবরাহ বন্ধ করা যাইবে বা, ক্ষেত্রমত, উক্ত ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট সেচযন্ত্র, যদি থাকে, বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(৩) বকেয়া সেচ সার্ভিস চার্জসহ অন্যান্য পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে যৌথ ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থাসহ আদায়ের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

১০। **স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ।**—এই প্রবিধানমালার অধীন সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনে, প্রশাসনিক, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন সরকারী বা বেসরকারী কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১১। **সার্ভিস চার্জ বাবদ আদায়কৃত অর্থের ব্যবহার।**—এই প্রবিধানমালার অধীন সেচ সার্ভিস চার্জ বাবদ আদায়কৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয় করা হইবে এবং অর্থ ব্যয় পদ্ধতি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১২। **সার্ভিস চার্জ লাঘব।**—সেচ প্রকল্প এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসলের ক্ষতি সাধিত হইলে উক্ত ক্ষতির তারিখ হইতে এক (১) মাসের মধ্যে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ নিজ উদ্যোগে বা সেচ সার্ভিস চার্জ প্রদানকারী ব্যক্তি বা পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন, যদি থাকে, এর আবেদনক্রমে সংশ্লিষ্ট এলাকাটি সরেজমিনে তদন্ত করিয়া বোর্ডের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করিবে এবং বোর্ড উক্ত সুপারিশ প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে সেচ সার্ভিস চার্জ লাঘবের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

১৩। **ফসল উৎপাদন ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ আরোপ, ইত্যাদি।**—(১) ফসল উৎপাদন ব্যতীত সেচ প্রকল্প এলাকায় যদি কেহ প্রকল্পের পানি অন্য কোনভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে উপকৃত হয় সেক্ষেত্রে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত হারে উহার উপরেও সার্ভিস চার্জ আরোপ ও আদায় করিতে পারিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন কোন সার্ভিস চার্জ আদায়ের ক্ষেত্রে প্রবিধান ৬ এর উপ-প্রবিধান (৪), (৫), (৬) ও (৭) এর প্রবিধান প্রযোজ্য হইবে।

১৪। **প্রকল্প-এলাকার সেচযন্ত্রের ব্যবহার, ইত্যাদি।**—(১) প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতিরেকে কোন সেচ প্রকল্প এলাকায় কোন সেচ যন্ত্র ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) সেচ যন্ত্রের লাইসেন্সের জন্য ফরম 'ক' তে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং ফরম 'খ' তে লাইসেন্স প্রদান করা হইবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন প্রদত্ত লাইসেন্সের মেয়াদ হইবে ৩ (তিন) বৎসর এবং মেয়াদান্তে উহা নবায়নযোগ্য হইবে।

(৪) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে, এই প্রবিধানমালার অধীন লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন করা যাইবে।

(৫) প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে সেচ যন্ত্রের লাইসেন্স প্রদান করা হইবে।

(৬) এই প্রবিধানমালার অধীন লাইসেন্সকৃত নয় এমন কোন সেচ যন্ত্র সেচ প্রকল্প এলাকায় ব্যবহার করা হইলে উহা বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।

১৫। **হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।**—(১) প্রকল্প কর্তৃপক্ষ সেচ সার্ভিস চার্জ আদায় ও উহার ব্যবহার সংক্রান্ত হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিয়া বোর্ডের নিকট পেশ করিবে এবং উক্ত হিসাব বোর্ড কর্তৃক নিরীক্ষাযোগ্য হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ বর্ণিত নিরীক্ষা ছাড়াও উক্ত হিসাব মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের এখতিয়ারভুক্ত হইবে।

ফরম-ক

সেচযন্ত্রের লাইসেন্স এর জন্য আবেদন পত্র

[প্রবিধান ১৪ (২) দ্রষ্টব্য]

(শুধু অফিসের ব্যবহারের জন্য)

ক্রমিক নম্বর ঃ.....আবেদন গ্রহণের তারিখ ঃ.....

উপজেলা ঃ.....জেলা ঃ.....

১। আবেদনকারীর নাম ঃ

(ক) ব্যক্তিমালিকানাধীন সেচযন্ত্র

(১) মালিকের নাম ঃ.....

(২) মালিকের পিতার নাম ঃ.....

(খ) সমিতির/সংগঠনের মালিকানাধীন সেচযন্ত্র

(১) সমিতির/সংগঠনের নাম ঃ.....

(২) রেজিস্ট্রেশন নম্বর, যদি থাকে ঃ.....

(৩) সমিতির পক্ষে আবেদনকারীর নাম (সমিতির ক্ষমতা প্রদান বিষয়ে রেজিলিউশন দিতে হইবে) ঃ.....

২। আবেদনকারীর পূর্ণ ঠিকানা ঃ

গ্রাম ঃ.....ডাকঘর ঃ.....

উপজেলা ঃ.....জেলা ঃ.....

৩। সেচ যন্ত্রের প্রকার ঃ

(ক) ডিজেল/বিদ্যুৎ চালিত ঃ.....

(খ) সেচ যন্ত্রের দ্বারা পানি পাম্পের ক্ষমতা ঃ.....কিউসেক

(গ) ইঞ্জিন/মটরের মেক ঃ.....মডেল ঃ

(ঘ) পাম্পের মেক ঃ.....মডেল ঃ

(ঙ) ইঞ্জিন/মটরের নম্বর ঃ.....

৪। সেচ যন্ত্র বসানোর প্রস্তাবিত স্থান ঃ

(ক) দাগ নম্বর ঃ..... (খ) মৌজা ঃ..... (গ) জে. এল. নম্বর.....

(ঘ) খালের নাম ঃ.....(ঙ) খালের পাড় ঃ.....(বাম/ডান)

(চ) ইউনিয়ন ঃ.....(ছ) উপজেলা ঃ.....

৫। প্রস্তাবিত সেচ যন্ত্রের আওতাধীন এলাকা ঃ..... একর ঃ .....
(মৌজা ম্যাপ সংযুক্ত করিতে হইবে)

৬। জমির মালিক এর তালিকা নিম্নের ছক মোতাবেক প্রস্তুত করিয়া আবেদন পত্রের সাথে দিতে হইবে ঃ

ক্রমিক নম্বর	জমির মালিক	দাগ নম্বর	জমির পরিমাণ (একরে)	স্বাক্ষর

৭। লাইসেন্স ফি ট্রেজারী বা ব্যাংকে জমা করা হইলে উহার চালান/জমার স্লিপ দরখাস্তের সাথে দিতে হইবে।

৮। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ এবং সংশ্লিষ্ট সংগঠনের প্রত্যয়ন ঃ

আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, ক্রমিক নম্বর ১-২ এ বর্ণিত আবেদনকারী আমার পরিচিত এবং সে আমার ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা।

....

পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের স্বাক্ষর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/সদস্যের স্বাক্ষর

৯। কর্তৃপক্ষের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রত্যয়ন পত্র (শুধুমাত্র অফিসের জন্য)—

(ক) সেচ স্কীমটি কারিগরী এবং সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য বিধায় লাইসেন্স জারীর জন্য সুপারিশ করা হইল।

সহকারী সেচ কর্মকর্তা/সম্প্রসারণ উপদর্শক/উপ-সহকারী প্রকৌশলী সহকারী পরিচালক (ভূমি ও রাজস্ব)/উপবিভাগীয় প্রকৌশলী /সম্প্রসারণ কর্মকর্তা

(খ) নিম্নোক্ত কারণ/কারণের জন্য সেচ স্কীমটি কারিগরী/সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় লাইসেন্স জারীর জন্য সুপারিশ করা হইল না।

(১)

(২)

(৩)

(৪)

সহকারী সেচ কর্মকর্তা/সম্প্রসারণ উপদর্শক/উপ-সহকারী প্রকৌশলী সহকারী পরিচালক (ভূমি ও রাজস্ব)/উপবিভাগীয় প্রকৌশলী/ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা

ফরম-খ

[প্রবিধান ১৪ (২) দ্রষ্টব্য]

লাইসেন্স নম্বর ঃ.....তারিখ ঃ.....

বরাবর

জনাব/জনাবা ঃ.....(মালিক/প্রতিনিধি)

সংগঠন/সমিতির নাম ঃ.....(সংগঠন/সমিতির বৈশিষ্ট্য)

.....(ঠিকানা)

কর্তৃপক্ষ আনন্দের সাথে নিম্নবর্ণিত সেচ স্কীমে একটি সেচযন্ত্র (ক্ষমতা).....কিউসেক ইঞ্জিনের মেক.....মডেল.....নম্বর.....স্থাপনের লাইসেন্স প্রদান করিয়াছে ঃ

খালের নাম ঃ..... পাড় ঃ.....(বাম/ডান)

মৌজা ঃ..... জে. এল. নম্বর..... দাগ নম্বর ঃ.....

ইউনিয়ন ঃ..... উপজেলা ঃ.....জেলা ঃ.....।

২। নিম্নবর্ণিত শর্তপালন সাপেক্ষে এত্র লাইসেন্স তিন বৎসরের জন্য বলবৎ থাকিবে ঃ

(১) কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ছাড়া সেচ যন্ত্র হস্তান্তর করা যাইবে না;

(২) সেচ যন্ত্র পরিবর্তন করা হইলে তাহা পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষকে জানাইতে হইবে;

(৩) বিক্রয় কিংবা অন্য কোনভাবে সেচযন্ত্রের মালিকানা পরিবর্তন করা হইলে মালিকানা পরিবর্তনের পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষকে জানাইতে হইবে;

(৪) সেচ যন্ত্রের লাইসেন্স নম্বর প্লেট সেচ যন্ত্রের গায়ে লিখিয়া রাখিতে হইবে;

(৫) সেচ সার্ভিস চার্জ আদায় এবং জমাদান বিষয়ে সকল কাজ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ২৬ নং আইন) ও এই প্রবিধানমালার প্রবিধান মোতাবেক হইবে;

(৬) সেচ যন্ত্রের লাইসেন্সধারীকে তাহার সেচ যন্ত্রের জন্য নির্ধারিত সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের জন্য কর্তৃপক্ষের সাথে একটি নন জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিতে হইবে;

(৭) সার্ভিস চার্জ যথাসময়ে পরিশোধ না করিলে সেচ যন্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হইবে;

(৮) উপরোল্লিখিত যে কোন শর্ত বা আইন বা এই প্রবিধানমালার কোন শর্ত ভংগের কারণে লাইসেন্স আপনা আপনি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

লাইসেন্স ফরমের পিছনে মুদ্রণকৃত

লাইসেন্সের মেয়াদকাল	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সিল

বোর্ডের আদেশক্রমে

মোখলেসুজ্জামান

মহা-পরিচালক,

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।

শেখ মোঃ মোবারক হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।